সংবাদ

তারিখ ... 17.1.85

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

018

হাজার বিদ্যালয়ের একটি বগুড়ার নশরতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়। ভাঙ্গা ঘরে ক্লাস নেয়া সম্ভব নয় তাই খোলা জায়গায় স্কুল বসে।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেণ্ট

॥ আলী আশরাফ ॥

রংপুর, ১৫ই জানুয়ারী।--- প্রায় ২শ' ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করেও, গত চার বছরে দেশের প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয়নি।

সরকার দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীর তালিকাভুক্তির পরিসংখ্যান এবং প্রত্যক্ষ উন্নয়নে সাফল্য লাভ করার জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন; কিন্তু দেখা যাচ্ছে ১৯৮০ এবং ১৯৮১ সালে শিক্ষার্থীদের তালিকাভুক্তির পরিসংখ্যান তার মূল লক্ষ্যের উপরে থাকলেও ১৯৮২ থেকে এ পর্যন্ত এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়নি।

এদিকে দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো চরম সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। বর্তমান শিক্ষকরা কিছু সুযোগ সুবিধা পেলেও ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করতে এসে চরম সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, টেবিল, চক-ডাষ্টার না থাকায় শিক্ষকরা দায়সারা গোছের পড়াশোনা করাচ্ছেন। অথচ একটি বিদেশী সংস্থা এদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর উন্নতির জন্য গত চার বছর থেকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। আর এই কারণে শিল্প বিভাগ তার নির্মাণ কাজ তদারক করার জন্য অতিরিক্ত কিছু ষ্টাফ, ইঞ্জিনিয়ার, বাড়ী, গাড়ী, অফিসের ব্যবস্থা করেছে। যার নাম দেয়া হয়েছে, "ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেণ্ট"। এই বিভাগটি দেশের প্রতিটি জেলায় চালু করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু জেলায় এর দপ্তর খোলা হয়েছে।

এত হৈ হৈ কাণ্ড থাকা সত্ত্বেও গত চার বছরে নতুন প্রাথমিক স্কুলের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি মাত্র ৫ ভাগ। আর টিউবওয়েল নির্মাণের সাফল্য মাত্র ২৫ ভাগ। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশে ২ হাজার প্রাথমিক স্কুল নির্মাণের জন্য নির্ধারিত হয় কিন্তু এপর্যন্ত মাত্র ৯২টি স্কুল নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলের বাইরে যেসব প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোর জন্য নির্ধারিত প্রায় ৪৪ হাজার টয়লেট নির্মাণের কথা থাকলেও এ পর্যন্ত মাত্র ৩০ হাজারটি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। এই সব স্কুলের নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের হারও অনেক কম। প্রায় ১৭ হাজার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও এ পর্যন্ত মাত্র ৬ হাজার নির্মাণ করা হয়েছে। তবে পুস্তক বিতরণের ক্ষেত্রে এই বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে অর্থাৎ ১৩০ লাখ পুস্তকের স্থলে তারা ১৫২ লাখ বিতরণ করেছে।

গত বছর এপ্রিল মাসে ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার বলরাম হাট উচ্চ বিদ্যালয়টি আজো সংস্কারের ব্যবস্থা হয়নি। —সংবাদ